নারায়ণগঞ্জ-১ আসনে ত্যাগীদের মূল্যায়ন চায় কেন্দ্রীয় যুবদল নেতা দুলাল হোসেন



যুবদল নেতা দুলাল হোসেন : সংগৃহীত ছবি

নারায়ণগঞ্জ-১ আসনে অর্থাৎ রূপগঞ্জ থেকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সদস্য মনোনয়নে বিএনপি থেকে ত্যাগি ও সংগ্রামী নেতাদের মূল্যায়ন চায় যুবদলের সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক দুলাল হোসেন। দলের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে গত ১৭ বছরে যারা স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগের জেল,জুলুম, হত্যা,গুমের শিকার হয়েছেন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তাদেরকেই সামনের সারিতে রাখার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

নারায়ণগঞ্জ-১ আসন থেকে জাতীয় নির্বাচনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশী মোহাম্মদ দুলাল হোসেন বলেন, "তৃণমূল থেকে উঠে আসা জাতীয়তাবাদী আদর্শের একজন অগ্র সৈনিক হিসেবে সক্রিয় ছাত্রনেতা হিসেবে গত ১৭ বছর আন্দোলন-সংগ্রামে সম্মুখ সারীর একজন যোদ্ধা হিসেবে কাজ করে আসছি। আমার রয়েছে রাজনৈতিক এক বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ার। যুবদলের রাজনীতি শেষে রূপগঞ্জ থানা বিএনপির হয়ে কাজ করছি। এখানকার বিএনপির রাজনীতি শক্তিশালী করতে দলের নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি।" এছাড়াও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলে জানা যায় ৫ আগস্ট পরবর্তী রূপগঞ্জকে আধুনিকভাবে সাজাতে চান দুলাল হোসেন। ইতিমধ্যেই এলাকার তরুণ সমাজসহ সর্বস্তরের মানুষকে নিয়ে বিএনপির রাজনৈতিক ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন বলে জানা গেছে। পতিত স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকারের সময় রূপগঞ্জ সন্ত্রাসের জনপদ হিসেবে খ্যাত ছিল। সেই আগের খারাপ অবস্থায় রূপগঞ্জকে তিনি আর নিয়ে যেতে চান না, গড়ে তুলতে চান সুন্দর ও বৈষম্যহীন এক সমাজ। তাছাড়াও এলাকার দখল চাঁদাবাজি-দখলবাজির বিরুদ্ধে সক্রিয় অবস্থান নিয়ে ইতিমধ্যে তিনি সকলের নজর আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছেন এবং সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক বার্তা দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে একটি ক্লিন ইমেজ তৈরি করেছেন তরুণ এ নেতা।

দুলাল হোসেন ৯৬ নং ওয়ার্ড ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে প্রায় ৩০ বছর আগে রাজনৈতিক ক্যারিয়ার শুরু করেন। পরে তিনি বাড্ডা থানা ছাত্রদলের আহবায়ক সদস্য, সরকারি তিতুমীর কলেজ ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক, ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রদল সদস্য, ছাত্রদল মনোনীত তিতুমীর কলেজ ছাত্র সংসদ ভিপি মনোনয়ন, ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের সহ সাধারণ-সম্পাদক, পরে কেন্দ্রীয় সহসভাপতি নিযুক্ত হন। এরপর যুবদলের রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন দুলাল হোসেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির নারায়ণগঞ্জ জেলা আহবায়ক কমিটি আহবায়ক সদস্যদের দায়িত্বে আছেন।

দুলাল হোসেনের ব্যক্তিগত ইমেজের বিষয়টি সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে উঠে আসে, এজন্যই তিনি একজন আদর্শ জাতীয়তাবাদী ও ক্লিন ইমেজের রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে রূপগঞ্জবাসীর মুখেমুখে আছেন। সামাজিক মাধ্যমে একটি লেখায় তিনি বিএনপির রাজনীতির ইমেজ তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, "নেতার সাথে ছবি তুলে সেই ছবি দেখাইয়া চাদাবাজী/দখলবাজী করতে গেলে আইন প্রশাসনের হাতে তুলে দিন। তারপর যদি নেতা ফোন দেয় তাকেও আইনের আওতায় নিয়ে আসুন। দলের জন্য ৩০ বছর যৌবন হারিয়েছি। চাঁদাবাজ/দখলবাজদের জন্য দলের বদনাম শোনার জন্য নয়। আমরা ব্যানার ধরার জন্য, মিছিল করার জন্য ১৭ বছর যাদের পেয়েছি তারাই প্রকৃত কর্মী এবং নেতা। সুতরাং চাদাবাজী/দখলবাজরা আমাদের দলের কেউ না।"

দুলাল হোসেনের বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে স্থানীয় একজন বিএনপি নেতা বলেন, "জননেতা মোহাম্মদ দুলাল হোসেন ভাই বিদেশে বসে, এসি রুম থেকে বের হয়ে একদিনে নেতা তৈরি হয়নি। ঢাকার উত্তপ্ত রাজপথ থেকে তিলে তিলে বেড়ে ওঠা নেতৃত্ব জননেতা মোহাম্মদ দুলাল হোসেন। আগামী দিনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কাণ্ডারি হিসেবে দেখতে চাই আমরা।" তাছাড়াও রূপগঞ্জের স্থানীয় বাসিন্দা হিসেবে দুলাল হোসেন জুলাইয়ের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে সক্রিয়ভাবে মাঠে থেকে আন্দোলন করেছেন বলে জানিয়েছে স্থানীয়রা।